Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ নভেম্বর, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ২৫ নভেম্বর, ২০১৯, সোমবার, ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

৩০ নভেম্বর-১১ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক লং মার্চ

সাক্ষী থাকতে চায় শস্যগোলার কৃষকরা

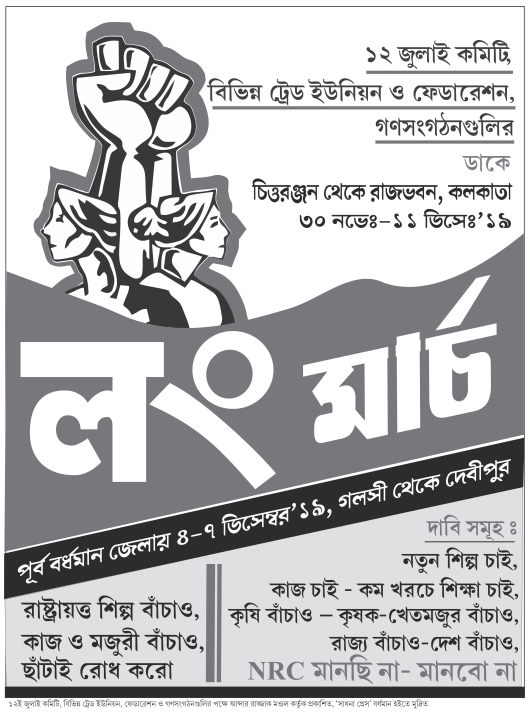

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ নভেম্বর : প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সরকারি উদাসীনতায় কোমর ভেঙেছে চাষির। ধান কাটার কাজ শুরু হয়েছে। মাঠে সদ্য জলকাদাতে তোলার খরচ বাড়ছে দ্বিগুণ। সরকারি দামে চাষির ধান কেনা হবে বললেও বিক্রি করতে হয় লোকসানে। এবারও সরকারি দাম ১১০১ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)। ফোড়েদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে ৮৫০ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)। অর্থাৎ লোকসানের বহর বাড়ছে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে গ্রামে গ্রামে নবান্ন উৎসব। যদিও ন্যুইয়ে পড়া চাষির নবান্ন উৎসবে সেই জৌলুস হারিয়েছে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ঐতিহাসিক লং মার্চে পা মেলাবে চাষি। শ্রমিকদের দাবির সঙ্গে নিজেদের ফসলের লাভজনক দরের দাবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সামিল হতে চায় ক্ষেতমজুরও। ১০০ দিনের কাজে নিশ্চয়তা চায়। খণ্ডঘোষের প্রশান্ত ঘোষ এবার ১৫ বিঘা চাষ করেছে। ১০ বিঘা খাস ধান জলে নষ্ট হয়েছে। পর পর লোকসানে জমি এখন যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নাম করে গ্রামের শাসক দলের দাদারা লুট করছে। বর্ধমান সদরের নজরুল হক বলেন চাষে লোকসান তো চলছে, তারপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা বিজেপি এন.আর.সি। দিদি যেভাবে এরাজ্যে সংখ্যালঘু মানুষকে ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করছে তাতে এতটুকু নিরাপত্তা আশা করা যায় না। দিদিও ৮ বছরে, দাদার ৬ বছরে নাভিশ্বাস উঠছে। দিন কাটছে আতঙ্কে। তাই এবার শাসকের বুকে কাঁপন ধরাতে সামিল হবে হাজার হাজার কৃষক, ক্ষেতমজুর লংমার্চে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ এবার ঘুরে দাঁড়াতে চায়। রাস্তায় লড়াই আর জানকবুল প্রতিরোধই রক্ষা করবে শ্রমিক, কর্মচারিদের সাথে কৃষক ও খেতমজুরদের।

৩০ নভেম্বর—১১ ডিসেম্বর দীর্ঘ ২৮৩ কিমি পথের সাক্ষী থাকতে চায় তারা। চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতায় রাজভবন পর্যন্ত হাঁটবেন হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। দীর্ঘ যাত্রাপথে দাবি

—এরপর চারের পাতায়

এন.আর.সি.-র বিরুদ্ধে জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ নভেম্বর : এন.আর.সি.-র বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বুধবার জনসভা হয়। পূর্ব সাতগাছিয়ার দিঘির পাড়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জী, জনা পাল, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন বাবুলাল বিশ্বাস। বক্তারা বলেন, ধর্মের নামে, জাতের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, এন আর সি করা হচ্ছে। এর একটাই উদ্দেশ্য—মানুষকে সব সময় একটা অস্থিরতার মধ্যে ফেলে রাখা। যাতে কোন সময় মানুষ তার ন্যায্য অধিকারের কথা বলতে না পারে। আমাদের দেশের সরকারও তেমনই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো সব বেচে দিচ্ছে। গোটা দেশ এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু-হু করে বাড়ছে। ফলে ভারতের অভুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে গোটা বিশ্বের মধ্যে ১০৩ নম্বরে চলে গেছে।

গোটা কৃষি ব্যবস্থা সংকটের মুখে। কৃষকের ফসলের উৎপাদন খরচ বাড়ছে, কিন্তু ফসলের দাম নেই। নোটবন্দি, জি.এস.টি-র ঠেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ব্যাপক মার খাচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থান তলানিতে। মানুষের আয় কমে যাওয়ায় অটোমোবাইল ক্ষেত্র থেকে আই.টি. সেক্টরে মন্দা চলছে। এই কারণে শুরু হয়েছে নির্বিচারে ছাঁটাই। ফলে মানুষের জীবন-যন্ত্রণা যত বাড়ছে, তত ক্ষোভ বাড়ছে। আর এই মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও ক্ষোভকে চাপা দিতেই এন.আর.সি-র মতো বিভীষিকাকে মানুষের উপর চাপাতে চাইছে। তাই কোনরকম বিভ্রান্ত না হয়ে আসামের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এন.আর.সি-কে রুখে দিন। আর এর জন্য চাই সংগঠিত আন্দোলন।

২৩ নভেম্বর 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তরে সান্ধ্য আড্ডায় খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদার ও নতুন চিঠির বিশিষ্টরা।

লংমার্চ ও ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৯ নভেম্বর : সি.আই.টি.ইউ মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর বিকাল ৪টায় মেমারি জিটি রোডের পাশে লংমার্চ ও ধর্মঘটের সমর্থনে কনভেনশন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বদ্রীচরণ লাহা, প্রস্তাব উত্থাপন করেন পীযূষ বিশ্বাস, পক্ষে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা জয়দেব ঘোষ, জেলা নেতা সনৎ ব্যানার্জী। কনভেনশন থেকে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বামগণসংগঠনগুলির ডাকে ৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর রাজ্যে লঙমার্চ এবং ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে সকল স্তরের মানুষকে আহ্বান জানানো হয়। কালনা শহর ও সেনেরডাঙায় দুটি গণকনভেনশন হয়। কালনায় বক্তব্য রাখেন অরুণাভ চক্রবর্তী, মহম্মদ আলি প্রমুখ।

২৮ নভেম্বর জন্মদ্বিশতবর্ষে শুরু হচ্ছে সারা দুনিয়া মুক্তিকামী মানুষের আপনজন ও মার্কসবাদ-এর উদ্‌গাতা কার্ল মার্কসের অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর। এই সপ্তাহে এঙ্গেলসের উপর দুটি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। লিখেছেন 'নতুন চিঠি'-র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল।

৮ জানুয়ারি সারা ভারত ধর্মঘটে সামিল হলেন বিএসএনএল কর্মীরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ নভেম্বর : দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে লোকসানের নাম করে আদানি, আম্বানিদের কাছে বেচে দিতে চাইছে মোদি সরকার। রেল, বি.এস.এন.এল-এর মতো লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে ঘুরপথে বেসরকারিদের হাতে মালিকানা ইতিমধ্যে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড-এর কর্মীদের অবসরের আগেই স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে টেলিফোনের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। না খেতে পেয়ে ভারতের বৃহৎ এই সংস্থার কর্মীরা মারা যাচ্ছেন। এদের প্রতি মোদির দরদ নাই। তার যত দরদ বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের ওপর। বড়লোকদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হচ্ছে। ৮ জানুয়ারি শ্রমিকরা সারা ভারত ধর্মঘটে সামিল হচ্ছেন। গুসকরার বি.এস.এন.এল অফিসের সি.আই.টি.ইউ সংগঠনের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে ১৯ নভেম্বর সারাদিন গেট বিক্ষোভে সামিল হলেন। এই বিক্ষোভ জমায়েতে আওয়াজ তোলা হয়— ৯ মাসের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া, নিয়মিত বেতন, কর্মী ছাঁটাই বন্ধ করা, অবসরের বয়স না কমানো প্রভৃতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) ও বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন

কল্যাণ সান্যাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে জন্ম নেওয়া এক রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব আজও সারা বিশ্ব জুড়ে শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, অত্যাচারী শাসকের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়—এ সত্য অস্বীকার করে যারা আনন্দ পান তাঁরা আনখুশির আহাম্মক এ কথা বলা যাবে না। আসলে সেদিনও যেমন ইউরোপ ভূত দেখছিল, আজও সারা বিশ্ব ঠিক তেমনই সমাজতন্ত্রের ভূতের ভয়ে থরহরি কম্পমান। সমাজতন্ত্রের চিন্তা মার্কস-এঙ্গেলস-এর আগেও ছিল। কিন্তু অত ভয় ছিল না। কিছু আবেগতাড়িত বিশুদ্ধ মানবপ্রেমিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার আকাশকুসুম চিন্তায় মজে ছিলেন অনেককাল আগে থেকেই। তাঁদের চিন্তাভাবনায় ভয় পাওয়ার উপাদান যে খুব কিছু ছিল না একথা বুঝতে শাসকশ্রেণির খুব অসুবিধা হয়নি। আর শিল্পবিপ্লব সমাধা হওয়ার আগে প্রকৃত পরিবর্তনের হাল ধরার জন্য কেউ যখন ছিলই না তখন আর ভয় পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে। ইউরোপে, প্রধানত পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে, দেশে দেশে শিল্পশ্রমিক শ্রেণির আবির্ভাবের অনতিকাল পরেই শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু ঠিকঠাক সংগঠন গড়ে তুলে নায্য দাবিদাওয়া আদায় করতে গেলে যে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন তার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া সেদিন শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব ছিল। মার্কস এবং এঙ্গেলসের আবির্ভাব এই কঠিন এবং অসম্ভব কাজটিকেই কিছুটা সহজ এবং সম্ভবপর হিসাবে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। জার্মান দার্শনিক হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত ওঁরা দুজনই একই ধরনের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের মতো করেই পড়াশোনা চালাচ্ছিলেন। নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের হাতছানি উপেক্ষা করে দুজনেই চালাচ্ছিলেন তাঁদের জীবনমুখী গবেষণা। ১৮৪৪ সালে প্যারিসে তাঁরা মুখোমুখি হলেন এবং বিরল বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল—যে সম্পর্ক টিকে ছিল ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যু পর্যন্ত। চল্লিশ বছরের এই দ্বৈত জীবন এবং বন্ধুত্ব পৃথিবীকে দিয়ে গেছে এক আঁটোসাঁটো তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বকে ভিত্তি করে সমাজ পাল্টানোর আন্দোলনের রূপরেখা।

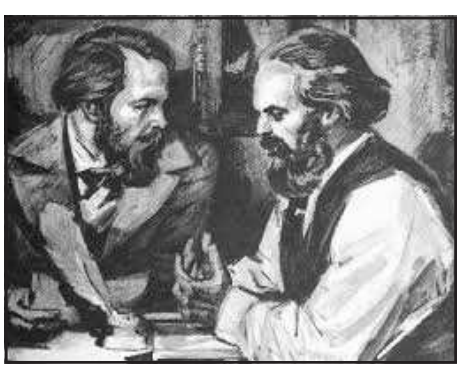

মার্কস-এঙ্গেলস যে শুধু তাত্ত্বিকই ছিলেন না, ছিলেন একই সঙ্গে আগ্রহী সংগঠকও, সেকথা চিরকালই একটু কম গুরুত্ব পেয়েছে। তাই বোধহয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ইনটারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন) গড়ে ওঠার ইতিহাস আর একটু বেশি মনোযোগ দাবি করে। ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে উঠেছিল পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে গড়ে ওঠা শ্রমিক সংগঠনের একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের সংগঠন হিসাবে। মার্কস এবং এঙ্গেলস দুজনেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে না থেকে ওই সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ওই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিল ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ট্রেড ইউনিয়ন সহ প্রুধোঁ, মাৎসিনি এবং লাসালের অনুসারীরা। কয়েক বছর ধরে আভ্যন্তরীণ লড়াই চালিয়ে ১৮৬৮ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকে স্বীকৃত হয় খনি, রেলপথ, কৃষিজমি, বনাঞ্চল ইত্যাদিতে

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

২৫ নভেম্বর, ২০১৯

তঞ্চকতার জবাব চাইবে কে?

দেশের রাজনীতিতে রাষ্ট্রনায়করা বর্তমানে ভালো করে ঘুমোতেও পারছেন না। এত বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় বসেছেন কিন্তু রাতারাতি হুড়হুড় করে জনপ্রিয়তা কমার জন্য এমনই অবস্থা যে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এমন কিছু কাণ্ডকরে ফেলছেন যাকে বলা যাবে না ন্যায়সঙ্গত। গরিষ্ঠতার বালাই নেই, 'বিধায়ক তোমার, সরকার আমার'- এমনই মনোভাব। রাজ্যে রাজ্যে অন্তর্ঘাতের খেলা। গোয়া থেকে কর্ণাটক, শেষে মহারাষ্ট্রেও দেখা গেল সেই চিত্র। ২০১৭-র নির্বাচনে সেখানে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের ১০ বিধায়ক কিনে সরকার গড়েছিল বিজেপি। ২০১৬-তে অরুণাচল বিধানসভায় বিজেপি'র কোনোও অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু দল-বদলের খেলায় সেখানে ২০১৭-র জানুয়ারি মাসে বিজেপি সরকার তৈরি করেছিল। ২০১৭-তে মণিপুরে কংগ্রেস বৃহত্তম দল কিন্তু রাজ্যপালের বদান্যতায় বিধায়ক জোগাড় করে সরকার গড়ে বিজেপি। দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটকে বিধায়ক কেনা, দলত্যাগ ইত্যাদি করে টেনেহিঁচড়ে সরকার এখন বিজেপি-র। সিকিমে বিজেপি বিধানসভার একটি আসনও পায়নি। সেখানেও মোর্চা সরকারে শাসক দল ভাঙ্গিয়ে বিজেপি সরকার গঠনের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। নাটকের পর নাটক ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সর্বত্র। মহারাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বিধানসভার নির্বাচনের পরে যা ঘটছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সরকার ভাঙা গড়া আর তা ন্যায়ালয়ে চ্যালেঞ্জ হওয়া এই নিয়েই দেশের রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। উন্নয়ন বা দেশ গঠন, বেকারদের চাকরি হবে কোথায়? ফাঁকা পড়ে আছে কেন্দ্রের ৭ লক্ষ কর্মী পদ, সংসদে জানিয়েছে খোদ সরকার। অন্যদিকে ভয়ঙ্কর বেকারির আগুনে পুড়ে মরছে দেশের যুব সমাজ। এসবের কী হবে? অপর দিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের দাম। চলতি আর্থিক বছরে ভর্তুকিযুক্ত গার্হস্থ এলপিজি সিলিন্ডার (১৪.২ কেজি)-র মাসওয়ারি দামের বৃত্তান্ত দেখলে বোঝা যাবে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার দেশ চালাতে এসেছে না কি শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যই উন্মুখ। গত এপ্রিল মাসে প্রতি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪৯৯ টাকা, মে মাসে হয় ৪৯৯.২৯ টাকা, জুলাই মাসে সেই দাম হয় ৪৯৭.৪৭ টাকা, আগস্ট মাসে হয় ৫২৬.৯৫ টাকা, সেপ্টেম্বর মাসে হয় ৫৩৪.৫৫ টাকা, অক্টোবর মাসে হয়েছে ৫৪২.০৫ টাকা। অর্থাৎ গত ছ'মাসেই বেড়েছে ৪৩.০৫ টাকা। প্রতি মাসে চুপচাপ এই বৃদ্ধি, আপামর দেশের জনসাধারণ শুনছেন। এ কী তঞ্চকতা নয়! এই তঞ্চকতার জবাব চাইবে কে?

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ নভেম্বর : দীর্ঘ রোগভোগের পর সিপিআই(এম) নেতা কৃষ্ণপ্রসাদ মুখার্জী (৮৫)-র জীবনাবসান হয়েছে। কালনা শহরের বাড়িতে ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুই পুত্র, বৌমা ও নাতি-নাতনি বর্তমান।

তাঁর আদি বাড়ি ছিল কালনা-২ ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বমঙ্গলা গ্রামে। তিনি বাকুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম) পার্টির সংস্পর্শে আসেন। সত্তর দশকে তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। তার আগে তাঁর জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে— ১৯৬৪ সালে কংগ্রেস আমলেই তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৭৭ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সেই পদেই আসীন ছিলেন। ১৯৭৭ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তিনি কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। এই পদে পরপর দুবার এবং পরে আরও একবার প্রধান পদে আসীন হন। তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। শেষের দিকে তিনি সর্বমঙ্গলা থেকে কালনায় চলে আসেন। ২৩ নভেম্বর তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে লাল পতাকা ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানান স্বপন ব্যানার্জী, কেশব ঘোষ, দিলীপ দত্ত, অলোক রায়, অরূপ দাস, তাপস দাস প্রমুখ। কালনা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. পশ্চিমবঙ্গের ট্রাম রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ বিল রাষ্ট্রপতি কবে অনুমোদন করেন? তখন রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
২. কলকাতার বি.বা.দি বাগ নাম কবে রাখা হয়? বিবাদি বাগ পুরো কথাটি কী? এঁরা কারা ছিলেন?
৩. প্রখ্যাত বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কবে কোথায় ফাঁসি হয়েছিল? তাঁর জন্ম কবে?
৪. পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কবে কার সুপারিশে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল? তারপর কাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়?
৫. কমিউনিস্ট তথা কৃষক নেতা মহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল কবে প্রয়াত হন?
৬. আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি কবে কার হাতে খুন হন? জন এফ কেনেডি কবে জন্মান?
৭. প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক কৃষানচন্দ্রর কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?
৮. টিপু সুলতান কবে কার হাতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন? জন্ম কবে?
৯. ভারতের সংবিধান কবে অনুমোদিত হয়? কোন রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর করেন? সংবিধান তৈরি করতে কতদিন সময় লেগেছিল?
১০. মুম্বাই শহরে কবে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল? কত ঘন্টা যুদ্ধ হয়? কতজন মারা যান?
১১. 'আমুল' দুধের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম?
১২. এন.সি.সি. পুরো কথাটি কী? কবে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মার্কসবাদ প্রণয়নে এঙ্গেলসের ভূমিকা

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

'মার্কসবাদ' শুধুমাত্র মার্কসের নামাঙ্কিত হলেও এই তত্ত্বের নির্মাণ মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের মনন-সংশ্লেষের মধ্য দিয়েই পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছিল। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর জন্ম ২৮ নভেম্বর, ১৮২০। মার্কস থেকে তিনি আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। দুজনেরই জন্ম জার্মানির রাইন প্রদেশে। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৪২ সালের নভেম্বরে কোলোন-এ Rheinische Zeitung পত্রিকা দপ্তরে। এই পত্রিকায় এঙ্গেলস লিখতেন। সেই বছরই এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মার্কস। পত্রিকার দপ্তরেই মার্কসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এর পর একান্ত সান্নিধ্যে ও চিন্তার সাযুজ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস ক্রমশ হয়ে ওঠেন একে অপরের পরিপূরক। কখনও তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক শ্রমকে একত্রিত করেছেন, কখনও বিভাজন করে নিয়েছেন, কিন্তু সর্বদাই পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে চিন্তার নব নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এঙ্গেলসের মনীষা তাঁর একক রচনাগুলিতেও যেমন উদ্ভাসিত, মার্কসের সঙ্গে যুগ্ম রচনাগুলির মধ্যেও তেমনি এক অতুলনীয় সংশ্লেষে আবদ্ধ।

১৭ বছর বয়সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ ঘটিয়ে এঙ্গেলসের বয়ন-ব্যবসায়ী পিতা তাঁকে পারিবারিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন এবং এই কাজেই নিবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হন। কিন্তু এঙ্গেলস বৃহত্তর চিন্তা ও কর্মের জগতে নিজেকে উত্তীর্ণ করার নিরন্তর প্রয়াসে অবিচল থাকেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। উদ্বিগ্ন পিতা এবার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রিমেন-এর এক রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী চাকরিতে। ১৮৪১-এর মার্চে সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসার পরই এঙ্গেলসকে সামরিক বাহিনির তলবে গোলন্দাজ বাহিনির ভলান্টিয়ার হিসাবে এক বছরের জন্য বার্লিনে যেতে হয়। সেখানে এক বছর কাটিয়ে ১৮৪২-এর অক্টোবরে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই আত্মশিক্ষালব্ধ জ্ঞানের গভীরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এঙ্গেলস প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে জার্মানির বৌদ্ধিক জগতে আলোড়ন তুলে ফেলেছেন। তাঁর রক্ষণশীল পিতা এবার এঙ্গেলসকে জার্মানি থেকে সরিয়ে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠিয়ে দেন নিজের অংশীদারিত্বে পরিচালিত বয়ন কারখানায় বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষার জন্য। ১৮৪২ সালের নভেম্বরে এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যাবার পথেই এঙ্গেলস কোলোনে Rheinische Zeitung পত্রিকার দপ্তরে যান এবং মার্কসের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৮৪৪ সালে সরকারি কোপ ও পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের চাপে মার্কস Rheinische Zeitung পত্রিকার সম্পাদকপদ ত্যাগ করে জার্মানি ছেড়ে ফ্রান্সের প্যারিসে চলে আসেন এবং আর্নল্ড রুজ-এর সঙ্গে Deutsch-Franzosische Jahrbucher পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন। তাঁদের অনুরোধে এই পত্রিকায় এঙ্গেলস চারটি প্রবন্ধ লেখেন যার মধ্যে ১৮৪৪-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত Outlines of a Critique of Political Economy শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি মার্কসের নজর কাড়ে এবং পত্রযোগে তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান শুরু হয়। আগস্ট মাসে ব্যবসাসূত্রে প্যারিসে এসে এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে দশ দিন কাটিয়ে যান এবং তাঁদের আজীবন বন্ধনের সূত্রপাত ঘটে।

Hegel-এর দ্বন্দ্ববাদ ও Feuerbach-এর বস্তুবাদের সারবস্তুর সংশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণে এঙ্গেলস ক্রমশ মার্কসের সমীপবর্তী হয়ে উঠছিলেন। এঙ্গেলসের নিজের কথায়, "১৮৪৪-এর গ্রীষ্মকালে প্যারিসে আমি যখন মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন সমস্ত তাত্ত্বিক প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ণ ঐকমত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের যুগ্ম প্রয়াসেরও শুরু সেই সময় থেকেই।" (Selected Works 3/ 178) ১৮৪৪-এই প্রথম যুগ্ম প্রয়াসে রচিত The Holy Family নামক গ্রন্থে তাঁরা নব্য হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ার ও তাঁর সহচিন্তকদের ভাববাদী দর্শনের বিধ্বংসী সমালোচনা করে বলেন, বীরেরা নয় জনগণই ইতিহাস রচনা করে এবং শ্রমিক শ্রেণিই সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

কমিউনিস্ট মতাদর্শীদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য ১৮৪৬ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস বিভিন্ন দেশে Communist Correspondence Committee গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৪৭-এ তাঁদের উদ্যোগেই কেন্দ্রীয়ভাবে League of the Just-কে পুনঃসংগঠিত করে Communist League প্রতিষ্ঠা হয়

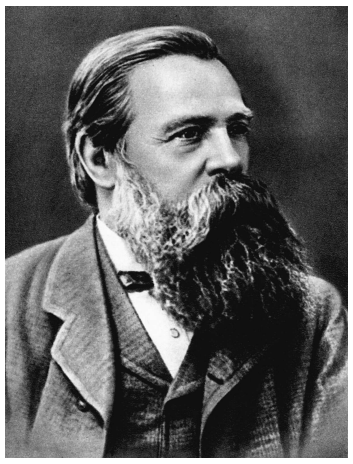

এবং তার আদর্শবাক্য All men are brothers-কে পাল্টে করা হয় Workers of all countries unite। লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মার্কস এবং ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত লিগের কংগ্রেস থেকে তাঁকে ও এঙ্গেলসকে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দলীয় কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বেলজিয়ামের পুলিশ মার্কসকে গ্রেপ্তার করে ও দেশত্যাগে বাধ্য করে। মার্কস ফ্রান্সে চলে আসেন এবং সেখানেই ১৮৪৮-এর বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে এঙ্গেলসের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচনা করেন কালজয়ী Manifesto of the Communist Party। জার্মান ভাষায় রচিত এই ইস্তেহারটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। এর পর একের পর এক ফরাসি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এঙ্গেলস অবশ্য 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' রচনায় নিজের ভূমিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে ১৮৮৮ সালে তার ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় সবিনয়ে বলেছিলেন, "কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো আমাদের যুগ্ম রচনা হলেও একথা আমি বলতে বাধ্য যে এর মর্মবস্তু একান্তভাবেই মার্কসের।... ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রুসেলস-এ যখন মার্কসের সঙ্গে আমার দেখা হল তখন দেখলাম সে পুরো বক্তব্যটাই চমৎকারভাবে তৈরি করে ফেলেছে।"

মেনিফেস্টো প্রকাশের পর থেকে একদিকে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটাবার নিরন্তর প্রয়াসের কারণে এবং অন্যদিকে সরকারের কোপ ও পুলিশের তাড়নায় মার্কস ও এঙ্গেলস কোনো জায়গায় স্থায়ী হতে পারেননি। ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম, সেখান থেকে আবার জার্মানি। জার্মানি থেকে আবার বিতাড়িত হবার আগে তাঁরা Neue Rheinische Zeitung নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেও মাত্র এক বছর (এপ্রিল, ১৮৮৪ - মে, ১৮৪৯) তা চালাতে পেরেছিলেন এবং এঙ্গেলস একাই তাতে শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জার্মানির পর মার্কস আবার ফ্রান্স ও সেখান থেকে ইংলন্ডে যান। এঙ্গেলসও ইংলন্ডে চলে এলেন। এখানেই ১৮৫০ সালে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ১৮৪৮-৪৯ সালে জার্মানিতে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করে লিখলেন The Peasant War in Germany। এছাড়াও জার্মানির বিপ্লবী পরিস্থিতি ও প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমেরিকার বাম-মনস্ক পত্রিকা New York Daily Tribune-এ এঙ্গেলস Revolution and Counter-Revolution in Germany শীর্ষক যে প্রবন্ধাবলী লেখেন, তার প্রত্যেকটিই পাঠাবার আগে মার্কস দেখে দিতেন।

১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে পিতা, স্ত্রী ও এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরপর মৃত্যুও এঙ্গেলসকে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। তবে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতির মধ্যেই ১৮৬৪ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে গঠিত হয় International Working Men's Association। মার্কস তার General Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং নিয়মাবলী রচনা করেন। মার্কস সমস্ত কিছুই পত্রযোগে এঙ্গেলসকে জানান এবং এঙ্গেলসও ফিরে এসে এই আন্তর্জাতিকের কাজে গভীরভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দশ বছরের বেশি এই সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা না গেলেও মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু রইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের স্বীকৃত নেতা হিসাবেই।

মার্কসের জীবৎকালে বহু প্রবন্ধ ছাড়াও এঙ্গেলস বিশেষভাবে উল্লেখ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটি Anti-Duhring এবং দ্বিতীয়টি Dialectics of Nature। ছাপতে দেবার আগে এঙ্গেলস Anti-Duhring-এর পুরো পাণ্ডুলিপিটিই মার্কসকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং মার্কস তার দশম পরিচ্ছেদের অর্থনীতি-বিষয়ক একটি অংশ নিজে লিখে দিয়েছিলেন। ১৮৭৮ থেকে এঙ্গেলস Dialectics of Nature রচনার কাজে হাত দেন। পল লাফার্গ-এর অনুরোধে ১৮৮০ সালে এঙ্গেলস ফরাসি পাঠকদের জন্য Anti-Duhring-এর নির্বাচিত কয়েকটি অংশ সামান্য পরিবর্তন ও সংযোজন সহ Socialism : Utopian and Scientific নাম দিয়ে প্রচারপুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। মার্কস একটি ভূমিকাও লিখে দেন। পরে ইওরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় পুস্তিকাটি অনূদিত হয় এবং মার্কসবাদ প্রচারে এবং ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর পরেও ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত যে বারো বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, তার প্রতিটি মুহূর্তই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন Capital গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সহ মার্কসের অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা, নবতর রচনা, চিঠিপত্র ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে মার্কসবাদকে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর করে তোলার নিরন্তর প্রয়াসে। ১৮৮৪ সালে রচিত Origin of the Family, Private Property and the State গ্রন্থটিতে এঙ্গেলস মানবসমাজের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস তথা আদিম সাম্যবাদী সমাজ, তার ক্রমিক অবসান ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তিশীল

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

স্মরণে নবনীতা দেবসেন

কল্যাণী ভট্টাচার্য

নবনীতা দেবসেন, আমার প্রিয় লেখক, চলে গেলেন। সতত ভ্রাম্যমান নবনীতা এবার যেখানে গেলেন, সেখান থেকে আর কেউ কখনো ফেরে না; তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে রইলেন অগণিত পাঠকের মনে। তবুও বেদনার্ত মন বলে আর তো নতুন করে যাওয়া যাবে না 'ভালবাসার বারান্দায়'। বহু বছর রোববার-এর পাতায় বারান্দায় বসে তিনি জীবনকে ভালবাসার যে ছবিগুলি এঁকে পাঠাচ্ছিলেন তা এবার সত্যিই শেষ হয়ে গেল।

জন্মলগ্নে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেছিলেন 'নবনীতা'—মা-বাবার বড় আদরের 'খুকু'। মা, বাবা দুজনেই লেখক, দুজনেই কবি—নরেন্দ্র দেব আর রাধারাণী দেবী। রাধারাণী দেবী 'অপরাজিতা' ছদ্মনামে লিখে পাঠকের মন জয় করেছিলেন। নবনীতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন, যাদবপুর থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম.এ, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। তারপর হারভার্ড-এ ডিস্টিংশন নিয়ে এম.এ। ইনডিয়ানায় পি.এইচ.ডি। তিনি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক।

কোনো একটি পরিচয়ে নবনীতাকে ধরে রাখা যায় না। কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিক্ষাবিদ, মানবদরদি নবনীতার অনেক পরিচয়।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ডাকাবুকো। বয়স, বার্ধক্য বা ব্যারাম কোন কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। আমরা সকলেই জানি তাঁর বিয়ে হয়েছিল নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে; কিন্তু সে বিয়ে স্থায়ী হয়নি। দুটি শিশুকন্যা নিয়ে তিনি ফিরে এলেন পিতৃগৃহে; মায়ের কাছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও অমর্ত্যর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট ছিল। যোগাযোগ ছিল শ্বশুরালয়ের সঙ্গে। জীবনের এই বিয়োগান্ত পরিণতি তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একের পর এক রচনা, অজস্র ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান, অ্যাকাডেমিক রচনা, ব্যস্ততায় ভরা জীবন। সেইসঙ্গে দুটি শিশুকন্যাকে বড় করে তোলা। মেয়েদের হয়ে, মেয়েদের নিয়ে তিনি যেসব কথা বলতেন তা ছিল স্পষ্ট। মধ্যযুগে রচিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ নিয়ে তিনি গবেষণাধর্মী রচনা লিখেছেন আবার অন্যদিকে তাঁর 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' মেতে ওঠা। সময়, সমাজ, ব্যক্তিমানুষ তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়', প্রথম উপন্যাস 'আমি অনুপম'। গল্প, কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি, কিশোর সাহিত্য সর্বত্রই তাঁর অবারিত দ্বার।

নারীবাদী, দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিরসাত্মক আলোয়ার কবি আণ্ডলে এবং অক্কা মহাদেবীর কবিতার অনুবাদ করেছেন নবনীতা। আর সৃজনশীল মহিলাদের নিজস্ব সৃষ্টি আলাপ-আলোচনার জন্য জন্ম দিয়েছিলেন 'সই'-এর। তিনি বলতেন, 'সই শব্দের অর্থ শুধু সখি নয়, আর একটি অর্থ হল 'সিগনেচার'। তাঁর সই শুধু বাঙালি মহিলাদের জন্য নয়, তা হল একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান।

তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন : 'গৌরীদেবী স্মৃতি পুরস্কার', 'মহাদেবী বর্মা পুরস্কার', 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার', 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার', 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' এবং ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' দিয়েছে।

নবনীতার কাছে ভ্রমণ ছিল পরম আকাঙ্ক্ষিত। বারো বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে তিনি ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সেই তো শুরু। তারপর জীবনের পর্বে পর্বে তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন। বয়সের গুরুভার, স্বাস্থ্যের অবনতি, দুরন্ত হাঁপানি, হাঁটুর ব্যথায় হাঁটতে না পারা—কোনো কিছুই তাঁর বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করতে পারেনি। বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে পাঠককে তিনি উপহার দিয়েছেন এমন কাহিনি। তাঁর কাছে "ভ্রমণ মানেই ঘরবসত, শেকড় খোঁজা। ভ্রমণ চলে যাওয়া নয়, ফিরে আসা, জমার ঘরে একটুখানি তোলা।"

৭ নভেম্বর চলে গেলেন নবনীতা। এই চলে যাওয়া আকস্মিক নয়। মারাত্মক কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি রোগ নিয়ে হাস্য-পরিহাস করেছেন মৃত্যুকে নিয়ে। ভালবাসার বারান্দায় তাঁর টুকরো টুকরো মন্তব্য মনে পড়ে— অবাক হয়ে ভাবি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও জীবনকে কী সুগভীর ভালবাসায় ভরিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর রচিত কবিতার একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিয়ে এ লেখা শেষ করছি—

"আমার মায়ের কাছে আমি ফিরে যাবো
হে পর্বত, হে অরণ্য, পুণ্যতোয়া নদী
হে সপ্তর্ষি অরুন্ধতী! হে ধ্রুব তারকা!
তোমরা সাক্ষী থাক আমার যাত্রায়
তোমরা সঙ্গী থাক আমার যাত্রায়
আমার মায়ের কাছে আমি ফিরে যাবো।"

'তিলকাঞ্জলি', নবনীতা দেবসেন।

নীরবে পেরিয়ে গেল গিরীন চক্রবর্তীর জন্ম-শতবর্ষ

পার্থ চৌধুরী

'নাও ছাড়িয়া দে; পাল উড়াইয়া দে...' গানগুলো আজও বুকের গভীরে কাঁপন তোলে। চেনা চেনা সুরগুলো। তার কণ্ঠের উদার আহ্বান মনে পড়ে যায় কখনো কখনো। রিমেকের হাত ধরেও ফিরে ফিরে আসে তারই গান। তবু আজ অখ্যাত অবজ্ঞাত বাংলা গানের কারিগর গিরীন চক্রবর্তী।

গীতিকার সুরকার শিল্পী গিরীন চক্রবর্তী ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক জিনিয়াস; প্রতিভা ভার্সেটাইল শিল্পী। তার শতবর্ষ পেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। গতবছর। এই শিল্পীর প্রতিভার কদর করেছেন শচীনকর্তা থেকে অমর পাল। গীতিকার হিসেবে তাঁর সৃষ্টি আজও তোলে অদ্ভুত অনুরণন। একদিকে তার লেখা 'দুটি পাখি দুটি তীরে'; 'ফুল ছিল ফুলবনে' গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তালাত মাহমুদ থেকে কুমার শানু। অন্যদিকে তাঁর 'কোন বা দেশে রইলারে নদের চাঁদ' কিংবা 'চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই আমাকে না মারিও' কে গাননি এই গানগুলো? তার লেখা 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' অথবা 'কিশোরগঞ্জে মাসির বাড়ি' থেকে 'ভাইরে মানুষ নাই আর দেশে' বাংলা লোকগানের সম্ভারকে আরো শক্তিশালী করেছে। গায়ক হিসেবে তাঁর দাপট ছিল এক সময়। ছিল প্রবল পরিচিতি। 'কারার ঐ লৌহকপাট' কিংবা 'শিকল পরা ছল' নজরুলগীতি সহ অন্য অনেক গানের আদি রেকর্ড তাঁরই কণ্ঠে শুনেছেন সকলে। সুরকার হিসেবে তিনি একসময় ছিলেন পরিচিতির শীর্ষে। কে গাননি তার সুরে? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়; শচীন দেব বর্মন, সত্য চৌধুরী; আঙুরবালা; অসিতবরণ; ইন্দুবালা; রাধারানী দেবী; কমলা ঝরিয়া, বিষ্ণুপদ দাস থেকে অমর পাল, এমনকি মহম্মদ রফি। তাঁর সুরে গেয়েছেন তালাত মাহমুদ। তাঁর কাছেই সুর সাধনা করে হিন্দিতে ভজন গেয়েছেন স্বয়ং মহম্মদ রফি। কাজী নজরুল তাঁর এই প্রতিভাবান অনুজকে ভীষণ স্নেহ করতেন। নজরুলের অনেক গানের ভাণ্ডার ছিলেন গিরীন চক্রবর্তী। কাজীদার ভীষণ প্রিয় ছিল ছোট ভাই গিরীন। সেসব স্মৃতি জড়িয়ে আছে অজস্র ফটোগ্রাফ, পাণ্ডুলিপি আর গানের খাতায়। দেশবিভাগের পর একের পর এক বাড়ি পাল্টানোয় হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই। শুধু হারায়নি তার সুর আর সংলাপ, তাঁর অনন্য লিরিকগুলি। তাদের অনুপম মাধুর্য। সবকিছু অনুষঙ্গ বুকে আগলে রেখেছেন তাঁর কন্যা চন্দা। বাবার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। কিন্তু সেই নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে চন্দা এখন নিজেই নজরুলগীতি আর লোকসংগীতের পরিচিত শিল্পী।

নীরবে-নিভৃতে গিরীন চক্রবর্তীর শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে গত বছরে। হয়নি কোন কিছুই। হয়নি কোন বড় অনুষ্ঠান। একমাত্র ডঃ তপন রায় একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন কলকাতায়। তার সৃষ্টিকে সংগ্রহের কোনো বন্দোবস্ত নেই। অথচ একালের শিল্পীরা অনেকেই জানেন তাঁর নাম। তাঁর গান আজো ফিরে ফিরে আসে। কখনো রিমেকের হাত ধরে, কখনো নানা শিল্পীর কণ্ঠে। সেরা দশটা লোকগানের তালিকায় 'নাও ছাড়িয়া দে' থাকবেই। আকাশবাণীর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন গিরীন চক্রবর্তী। 'পল্লীগীতি' নামে লোকগানের অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন তিনি, যা আজও চলছে। । চন্দা চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন গিরীনবাবুর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে সমঝদাররা এগিয়ে আসুন। বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যাওয়া এই বহুমুখী প্রতিভার নাম নতুন করে জানুক বাংলা।

দেশভাগ হয়েছিল র‍্যাডক্লিফ সাহেবের আঁকিবুকি মানচিত্রে। লাখো-লাখো ছিন্নমূল মানুষ সীমান্তের এপার-ওপারে ছড়িয়ে পড়ছিলেন নতুন দেশ খুঁজতে। পিছন ফিরে একবার পুরনো ভিটে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কী-ই বা করার ছিল। সেই যন্ত্রণা দশকের পর দশক স্মৃতি সরণী বেয়ে রেডিও থেকে ইউটিউবের দুনিয়ায় অমলিন থাকে এই কটা কথায়—

'আমি যাব আমার দেশে সোজা রাস্তা নাই।

শিয়ালদহ-গোয়ালন্দ আজো আছে ভাই

আমি যাব আমার দেশে সোজা রাস্তা নাই'।

বহু যন্ত্রণার এই উদ্বাস্তু জীবনের কণ্ঠ স্বাধীনতার সাত দশক পরেও অমলিন থাকে, তাবলে এই কণ্ঠদাতা গিরীন চক্রবর্তী কিন্তু মলিন। নামটাই আর শোনা যায় না। ১৯১৮ সালে জন্ম। শতবর্ষ পার হয়ে গিয়েছে কবি নজরুলের অনুজ গিরীনের।

পূর্ব বর্ধমানের সদর বর্ধমান শহরেই থাকেন শিল্পী তথা সুরকার, গীতিকার গিরীন চক্রবর্তীর কন্যা চন্দা চট্টোপাধ্যায়। শীতের মলিন শেষবেলার মতো বাবার স্মৃতি নিয়েই থাকেন। হাজার হোক পিতার কণ্ঠে ধরা রয়েছে দুই বাংলার বিচ্ছেদ বেদনার সুর—

কিশোরগঞ্জে মাসির বাড়ি, মামার বাড়ি চাতলপাড়। বাপের বাড়ি বামুন বাইরা, নিজের বাড়ি নাই আমার...

কী বলবেন, নিজের বাড়ি, তাও আবার হয় নাকি। কোনও এক আটপৌরে গৃহবধূ ফেলে আসা দেশ-বাড়ি-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে এক চিলতে মাথা গোঁজার স্থান করে নেয়ার ফাঁকে যখন শুনতেন গিরীন কণ্ঠে বাড়ির টান, কেঁপে যেত হৃদয়।

গিরীন চক্রবর্তী মানেই নজরুলের জলদগম্ভীর দেশাত্মবোধক গানের গৌরবাত্মক কণ্ঠদান। বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহের ডাক তো বন্ধু গিরীনের কণ্ঠেই শুনেছিলেন বাংলাভাষীরা। ভারতের স্বাধীনতা বা বাংলাদেশের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাঝে।

গ্রামোফোন থেকে রেডিও হয়ে সমকালের ইন্টারনেট দুনিয়ায় ঘুরছে তাঁরই গান। গিরীন চক্রবর্তীর কণ্ঠজাদুতে মাতোয়ারা দুই বাংলার শ্রোতা। ১৯৬৫ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রয়াণ হয় গিরীন চক্রবর্তীর। সেও এক শীতল দিনে। (কৃতজ্ঞতা ঃ প্রসেনজিৎ চৌধুরী)

মলয় রায়-এর গুচ্ছ কবিতা

ফানুস-১

ক'দিন জন্ম তোর
এরই মধ্যে কেষ্ট লাভ!
কথার ফানুস।
গতিপথ পাল্টায়।
ওই দেখ অন্য মানুষ।।

বনসাই

ছুঃ মন্তর সবটাই
এক দলের বড় নেতা
অন্য দলে বনসাই।

কষ্ট

ভালোবাসার থালি
না কেউটের বিষ।
বার বার মরা
বড় বিরক্তিকর।
মরলে একবারই
মরিস।

মানুষ

যদি দেখা পাও
কথা বলে দেখ,
মানুষটা অন্য রকম।

গোঁ নেই।
মাথায় মাকড়সার জাল নেই।
স্বপ্নের অ্যাকোয়ারিয়ামে
লাল নীল মাছ নেই।
ওপরে ওঠার সিঁড়ি নেই।
কাউকে গাছে তুলবে
মই নেই।
খুঁজি সেই মানুষ।
মরা মানুষের মিছিলে
যে জ্যান্ত মানুষ খোঁজে।।

সময়

প্রশ্ন অনেক।
নানা রকম।
আসে যায় বসে
অংক কষে।

সময় ধূ ধূ
অংক মেলে না।
প্রতিবাদের চিহ্ন
ফোটায় শুধু।।

যেদিন দিন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী তোলপাড় হবে

পার্থ চক্রবর্তী

আমি একলব্য নই
আমি দাতা কর্ণও নই।
পূর্বপুরুষের দেওয়া রক্ত
এখনো বইছে আমার ধমনীতে।
যেদিন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী
তোলপাড় হবে।
অসংখ্য সন্তানসহ মা
মিছিলে
সেই দিন আমার রক্ত
ভেসে যাবে
পথে, ঘাটে মাঠে।।

ইতিহাস

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

প্রত্যয়ে সূর্যোদয়
চতুর্দিকে আলো
ছুটে যায় ঢেউ
বাইরেও ঘরে
আলোকিত চেতনায়
ইতিহাস গড়ে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

আমাকে গোল্লা করে বাঘের মুখে সেঁধিয়ে
চলেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
ক্ষুধার্ত বাঘের আস্ফালন হয়ে গেল চুপ
চোখ দুটো হাজার থেকে একশো ওয়াট।

ঠাকুমার মুখে শুনেছি অনেক বাঘের গপ্পো
ওরা হিংস্র হলেও সবুজ বনের প্রাণ।
পেটের মধ্যে ফেটে পড়তে পারলাম না,
তবে অনেকটা শেষ হয়েও হইল না শেষ
ছোট গল্পের মতো ঝরে পড়লাম
টুপটুপ লক্‌লকে জিভের সংখ্যা লালায়।
ঠিক ঐ সময়েই করমর্দন করলেন
অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা

কাকলি ঘোষ

আমাদের রক্তের রঙ, লাল
আমাদের নিশানের রঙ লাল
আমাদের দর্পের নাম বিপ্লব
আমাদের ধৈর্যের নাম, বিজয়
আমাদের শৌর্যের নাম, সূর্য।।

আমরা আছি, মহারাষ্ট্র থেকে ত্রিপুরা
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।
আমরা কৃষ্ণচূড়া, আমরা পলাশ,
আমরা বাজাই বসন্তের ভেড়ি,
গড়ি প্রতিরোধের ব্যারিকেড।
আমাদের নাম, মিছিল।

আমরা শুধুই এগোতে জানি,
ডাক দিয়ে যাই অসংখ্য
আলোর পথ যাত্রী।
আমরাই ছিনিয়ে আনব একদিন
অন্ধকারের গর্ভ থেকে
শোষণ-মুক্তির উল্লাস।

সিপিআই(এম) সদস্য হালিম জালালী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ নভেম্বর : ভোররাতে প্রয়াত হলেন বর্ধমান সদর এলাকার ক্ষেতিয়া অঞ্চলের সিপিআই(এম)-এর অন্যতম সংগঠক হালিম জালালী (৭৫)। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ষাটের দশকের উত্তাল দিনে তিনি সিপিআই(এম) সদস্যপদ অর্জন করেন। আমৃত্যু তিনি সেই ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছিলেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী তিন পুত্র ও এক কন্যাকে। একসময় তিনি দলের বর্ধমান সদর-১ লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে

বাড়িতে যান সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, মহবুব আলম, অপর্ণা সাহা, সুভাষ মণ্ডল সহ দেবু রায়, দেবদাস বসু, আব্দুল মালেক প্রমুখ।

বিশিষ্ট সিপিআই (এম) দরদি শিক্ষকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২২ নভেম্বর : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গুসকরার বিশিষ্ট শিক্ষক সিপিআই(এম) দরদি শরৎকুমার গড়াই (৭৭)-এর জীবনাবসান হয়। তিনি এই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ১৯৬৬ সালে 'স্ফুলিঙ্গ' ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষে তিনি গুসকরা পি.পি. ইনস্টিটিউশনে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান করেন। নিজে একজন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম বামফ্রন্টের সময় তিনি সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসাবে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হন। তাঁর মরদেহ স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বালিকা বিদ্যালয়, শিশুমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, পি পি ইনস্টিটিউশন ঘুরে গুসকরা শ্মশানে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রয়াণে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সিপিআই(এম), তৃণমূল দলের নেতৃত্বরাও এদিন প্রয়াত শিক্ষককে ফুল-মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

—প্রথম পাতার পর

থাকতে চায় শস্যগোলার কৃষকরা

তুলবেন এরাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বিক্রি করা যাবে না, দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল, বার্ণপুর ইউনিটের বিলগ্নীকরণ, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ বেসরকারিকরণ করা চলবে না। দেশের শ্রম আইন সংস্কার, ১৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি, সুপ্রিম কোর্টের রায় সহ মোট ১২ দফা দাবি নিয়ে সমস্ত বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন এই লং মার্চের ডাক দিয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা শিল্পনগরী এবং বিধান রায়ের স্বপ্ন দুর্গাপুর আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত— এম.এ.এম.সি, সাইকেল কর্পোরেশন, বার্নস্ট্যার্ড, রিফ্র্যাক্টরি এন্ড সিরামিক ইউনিট, বিওজিএল, দুর্গাপুর ফার্টিলাইজার, বালকো, মর্ডান ব্রেড কোম্পানি, বার্ণ রিফ্র্যাক্টরিস, মডার্ন রাইস মিল, হিন্দুস্থান কেবলস্, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, ইত্যাদি। এছাড়াও ইসিএল-এর অধীনে ২২টি কয়লাখনি এরাজ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক লাখ শ্রমিক কর্মহীন হয়েছে। ২২ নভেম্বর সংসদে ২৮টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত লাভজনক সংস্থা বিক্রি করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে বিজেপি সরকার। রাজ্য ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাল স্রোত কোলকাতায় মিশবে। ১১ ডিসেম্বর সমাবেশে লংমার্চের ঢেউ কোলকাতায় আছড়ে পড়বে। ওইদিনই দিদিমণি দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে অন্য নাটকের আশ্রয় নেবেন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

লং মার্চ পূর্ব বর্ধমানে ঢুকছে ৪ ডিসেম্বর। পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে শুরু হয়ে বুদবুদ হয়ে পুরসাতে প্রবেশ করবে সকাল ৯টায়। ৫ ডিসেম্বর গলসি, ফাগুপুর হয়ে নবাবহাটে প্রবেশ করবে দুপুর ২টায়। ৩টায় বর্ধমান শহরের মধ্যে দিয়ে লাল ঢেউ পৌঁছাবে পুলিশ লাইনে। ৬ ডিসেম্বর উল্লাস থেকে শাক্তিগড় পৌঁছাবে সকাল ৯টায়। এরপর মেমারি পৌঁছাবে দুপুর ২টায়। ৭ ডিসেম্বর মেমারি থেকে দেবীপুর আসবে সকাল ৯টায়। এই স্রোত হাঁটতে হাঁটতে হুগলিতে পৌঁছাবে দুপুর ২টায়। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে লালে মোড়া অগণিত শ্রমিক কর্মচারীকে লাল ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানাতে প্রস্তুত মহিলারা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৬৭ সালের ১৯ নভেম্বর, ড. জাকির হুসেন। ২. ১৯৬৯ সালের ১৯ নভেম্বর, বিনয়, বাদল, দিনেশ বাগ। এঁরা বিপ্লবী। ৩. ১৯০৮ সালের ২১ নভেম্বর, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, জন্ম ৩০.৭.১৮৮২। ৪. ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর, রাজ্যপাল ধরমবীর। ড. প্রফুল্ল ঘোষ। ৫. ১৯৯১ সালের ২১ নভেম্বর, জন্ম ১০.৬.১৯০৩, বর্ধমান জেলার মেমারি থানার পলদা গ্রামে। ৬. ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর, লি হারভে ওসওয়াল্ড ঘাতক, কেনেডির জন্ম ২৯.৫.১৯১৭। ৭. ১৯১৪ সালের ২৩ নভেম্বর, বর্তমান পাকিস্তানের উজিয়াবাদে। মৃত্যু ৮.৩.১৯৭৭। ৮. টিপু সুলতান ব্রিটিশ সেনাপতি পফ্যাস-এর হাতে মৃত্যু হয় ১৭৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর। জন্ম ২০.১১.১৭৫১। ৯. ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন। ১০. ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর, ৬০ ঘন্টা। ১৮৩ জন। ১১. ভার্গিস কুরিয়্যেন, ১৯২১ সালের ২৬ নভেম্বর। ১২. ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, ১৯৪৮ সালের ২৫ নভেম্বর।

—প্রথম পাতার পর

প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস

জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার দাবির। ইতিমধ্যে এসে পড়ল ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের ঘটনা। এঙ্গেলস ওই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করলেন 'সন্দোহাতীতভাবে প্রথম আন্তর্জাতিকের বৌদ্ধিক সন্তান' হিসাবে। ১৮৭১-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম আন্তর্জাতিকের লন্ডন অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত হতে হবে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে। ১৮৭২-র হেগ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল— 'সর্বহারা শ্রেণির সর্বোত্তম কর্তব্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা'। এভাবেই প্রথম আন্তর্জাতিককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের নেতৃত্বের মাধ্যমে। কিন্তু ১৮৬৮-তে বাকুনিন এবং তাঁর অনুগামী নৈরাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিকে প্রবেশাধিকার পেয়েই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন মার্কস-এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে। পরবর্তী কয়েকটি বছরে এই আভ্যন্তরীণ সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ওই হেগ কংগ্রেসেই বাকুনিনের বহিষ্কার এবং অবশেষে ১৮৭৬-এ ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে প্রথম আন্তর্জাতিকের অবলুপ্তি। মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ও পরিচালিত প্রথম আন্তর্জাতিকের পতনের পরবর্তী কয়েকটি বছরে ইউরোপের দেশে দেশে গড়ে উঠতে লাগল শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক দল—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মার্কসীয় চিন্তাধারার ভিত্তিতে। ১৮৭০-র পর থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক ঠিক সেই চেষ্টাই চালিয়ে গেছে। কিন্তু সাফল্য এল একটু দেরিতে—ততদিনে প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙে গেছে এবং মার্কস-এঙ্গেলসও আস্থা হারিয়েছেন এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে। কিন্তু দ্রুত পাল্টে যাওয়া বিশ্ব-পরিস্থিতি এঙ্গেলসের (মার্কস ততদিনে মৃত) এবং অন্য নেতাদেরও অন্যরকম ভাবাল।

১৮৮৯-র জুলাই মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স কংগ্রেস—মূলত মার্কসবাদীদের উদ্যোগে। প্রথম আন্তর্জাতিকের মতোই এবারও তা ছিল ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠা। কিন্তু অবশ্যই দ্বিতীয় এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল অনেক বেশি সংখ্যক দেশের শ্রমিকেরা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে অন্যরা উপস্থিত থাকলেও মার্কসবাদীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একমাত্র ইংলন্ডের লেবার পার্টি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলি ছিল মার্কসবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। নৈরাজ্যবাদীরাই এই আন্তর্জাতিকে যুক্ত হলেও তারা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং ১৮৯৬ সালের পরে কার্যত সরে যায়। ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব কাউটস্কি এবং প্লেখানভ-এর হাতে গেলেও তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ এঙ্গেলসের জীবনের শেষ ছয়টি বছর এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম ছয়টি বছর এঙ্গেলসই ছিলেন ওই সংগঠনের মুখ্য স্থপতি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একেবারে শুরু থেকে প্রতিটি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়। স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছিল যে যুদ্ধ যদি এড়ানো না যায় তবে তাকে ব্যবহার করতে হবে 'জনগণকে সচেতন করে পুঁজিপতি শ্রেণিশাসনের অবসান ত্বরান্বিত করার কাজে'। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল এবং ১৯১৪ সালেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে গেল। ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষে গড়ে ওঠা ওই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন যে স্বপ্ন দেখে—পুঁজিবাদের বাস্তিল ধ্বংসের—যাত্রা শুরু করেছিল তা হয়তো সেদিন অধরা থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সবটাই ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল তা বলা যাবে না। পল লাফার্গ মনে করেছেন যে নতুন চিন্তাভাবনার প্রবক্তারা সর্বহারার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁদের লক্ষ্য ছিল শ্রমের তথা সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসের চিন্তার আধিপত্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকর মাধ্যমেই ঘটেছিল। শ্রমিকশ্রেণির অধিকতর সচেতনতা প্রাপ্তিও ওই সময়ের ফসল। নীতি এবং কৌশলের সঠিক সমন্বয় ঘটিয়ে যথাযথ সংগঠন এবং বৈপ্লবিক কার্যক্রম রচনায় শ্রমিক শ্রেণি সক্ষম হয়ে উঠল এভাবেই। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে শ্রমিকশ্রেণির বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল ওই দিনগুলিতেই। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করার যে শ্রমিক শ্রেণির কাছে প্রয়োজনীয় তাও শিখিয়েছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।

এঙ্গেলসের জন্মের এই দ্বিশতবর্ষে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ওই নতুন কর্মপ্রচেষ্টার প্রবাহকে। এঙ্গেলস তার জীবনের শেষ ছয়টি বছরে রাজনৈতিক কর্মকুশলতার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা অন্তত তাঁকে শুধুই তাত্ত্বিক হিসাবে মনে রাখার নির্দেশ নয়। শেষ করা যাক আর একটি বেশ প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করে। মার্কসবাদ যে তত্ত্বকাঠামো নির্মাণ করে গেছে তার উপকরণ সরবরাহ করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস দুজনেই। এ ব্যাপারে ওঁদের দুজনের অন্য কোনও ধারণা ছিল না। অকুণ্ঠ চিত্তে একে অপরের অবদান স্বীকার করে নিয়েছেন। মার্কসের অসম্পূর্ণ অনেক কাজ সম্পূর্ণ করেও এঙ্গেলস তাঁদের তত্ত্বকে 'মার্কসবাদ' নামেই অভিহিত করেছেন। আত্মসর্বস্বতার এই কঠিন দিনে তাও এক বড় শিক্ষা।

মার্কসবাদ প্রণয়নে এঙ্গেলসের ভূমিকা

—দুয়ের পাতার পর

শ্রেণি-সমাজের উদ্ভব, রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার মৌল চরিত্র, এবং শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অনিবার্য অবলুপ্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পরিবার ও তার বিবর্তনের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করেন। আর ১৮৮৬ সালে রচিত Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy গ্রন্থে তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার দার্শনিক উৎস নির্ণয় এবং পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক মতবাদের ত্রুটি ও তাদের সঙ্গে এই বিশ্ববীক্ষার পার্থক্য নিরূপণ প্রসঙ্গে হেগেল ও ফায়েরবাক-এর দর্শনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এঙ্গেলস বারংবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে মার্কসবাদ একটি সৃষ্টিশীল মতবাদ, প্রায়োগিক বাস্তবতার উপযোগী নতুন নতুন সিদ্ধান্ত তাকে গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি বিশেষ আলোকপাত করেছেন, যার মধ্যে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যে সম্পর্কের দিকটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই বিষয়ে যাতে কোনো যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে আচ্ছন্ন না করে, সেজন্য তিনি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন যে চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন-সম্পর্ক, উৎপাদনের পদ্ধতিই উপরিকাঠামো তথা রাষ্ট্র, মতাদর্শ ও সামাজিক চেতনাকে নির্ণয় করে, কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় উপরিকাঠামোগত উপাদানগুলিও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

মার্কসের জীবৎকালে যেমন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও নিজের জন্য কোনো স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দাবি করেননি এঙ্গেলস। ফ্রান্জ্ মেহ্রিং প্রণীত Lessing-Legende নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' অংশটির উচ্চ প্রশংসা করে ১৮৯৩ সালের ১৪ জুলাই তাঁকে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "এর মধ্যে আপত্তির যদি কিছু থাকে তা হল যতটা কৃতিত্ব আমার পাওনা নয়, ততটা কৃতিত্ব আপনি আমায় দিয়েছেন। আমি যখন যা কিছু নিজে থেকে খুঁজে বের করেছি তার সবকিছুকে ধরে নিয়েই বলছি, মার্কস কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত পর্যবেক্ষণ ও গভীরতর দার্শনিক প্রজ্ঞার সাহায্যে সে-সব অনেক আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। মার্কসের মতো একজন মানুষের সঙ্গে চল্লিশ বছর ধরে কাজ করবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, তার পক্ষে নিজের যতটা স্বীকৃতিই পাওয়া উচিত বলে মনে হোক না কেন, সেই মানুষটির জীবিতাবস্থায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। সেই মহত্তর মানুষটি মৃত্যুর পরে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিটিকে সহজেই যতটা নয় ততটা বড় করে দেখানো যায়। আমার ক্ষেত্রেও বোধহয় ঠিক সেই ব্যাপারটাই ঘটেছে। ইতিহাসই শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে।"

মার্কসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রতি এঙ্গেলসের মন্ময় নিষ্ঠা যেমন ইতিহাসে অতুলনীয়, তেমনি সেই বন্ধুত্বজাত ঐতিহাসিক সৃষ্টির প্রতি আত্মগরিমাহীন তন্ময় নিষ্ঠা তাঁকে এক অতুলনীয় মহত্বে উত্তীর্ণ করেছে।

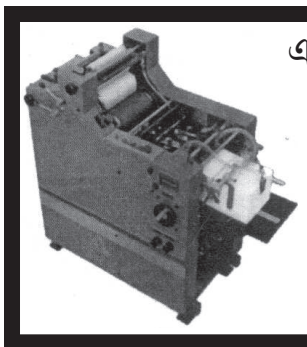

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

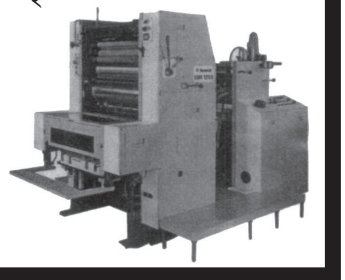

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা